দৈনিক ইত্তেফাক

27

তারিখ 09 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

ইউনিসেফ রিপোর্ট

প্রাথমিক স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশ প্রাথমিক স্কুলে উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে এবং বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, কাজের বিনিময়ে শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। অব্যাহত দারিদ্র্যের কারণে এখানে স্কুল হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরিয়া পড়ার হার এখনও বেশ উঁচু। দারিদ্র্যের দরুন শিশুদের স্কুলে উপস্থিত না হইয়া কাজে যাইতে হয়। এই সমস্যাগুলি ইউনিসেফের স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন ১৯৯৯ রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইউনিসেফের বিশ্বব্যাপী বার্ষিক জরিপ রিপোর্ট গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলাদেশে ইহাতে অংশগ্রহণ করেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী শামসুল আলম এবং বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি শাহিদা আজাফর। (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইউনিসেফ

(শেষ পৃঃ পর)

ইহা গতকাল বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেটে প্রকাশ করা হয়। কাজী শামসুল আলম তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগেরও কম হইতে ৮২ ভাগে উন্নীত করিয়াছে। সামগ্রিকভাবে এই বৃদ্ধির হার ৩৫ ভাগ হইতে ৬০ ভাগ। ভারতে শহরাঞ্চলের ৮০ ভাগ শিশু স্কুলে যায়, অপরদিকে পল্লী এলাকায় স্কুলে যায় ৬০ ভাগ শিশু। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা নিরক্ষর রহিয়াছেন। পুরুষের তুলনায়, এই সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তালেবান কর্তৃপক্ষ মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাংলাদেশের তিন-চতুর্থাংশ শিশু স্কুলে যায়। এখানে স্কুলে যাওয়া ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায় একই রকম।

সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ১৯৭০ সালের হার ৬০ ভাগ হইতে ৭০ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। এই হার বেশ উঁচু। ৪০ ভাগ ছেলে-মেয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। ইহাতে বলা হয়, শিক্ষালাভে অধিকসংখ্যক ছেলে-মেয়ের অংশগ্রহণে বড় বাধা হইতেছে শিশুশ্রম। রিপোর্টে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে বিত্তহীন পরিবারগুলিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হইতেছে।